বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২১

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

মুজিব বর্ষে স্বাস্থ্য খাত
এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর শপথ

আমি নিষ্ঠার সহিত সৃষ্টিকর্তার নিকট এবং সর্বসমক্ষে শপথ করিতেছি যে, আমি পবিত্রতার সহিত জীবন যাপন করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য কর্মসম্পাদন করিব।

আমি, যাহা কিছু অন্যায় ও ক্ষতিকর, তাহা থেকে নিজেকে বিরত রাখিব এবং জ্ঞাতসারে ক্ষতিকর কোন ঔষধ নিজে সেবন করিব না অপরকেও দিবোনা। আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে, আমার পেশার মান উন্নত রাখিব এবং আমার কর্মক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় জানিতে পারিব তাহার গোপনীয়তা রক্ষা করিব।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২১

প্রকাশনায়:
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

সেবাই ধর্ম

ডিজিএনএম

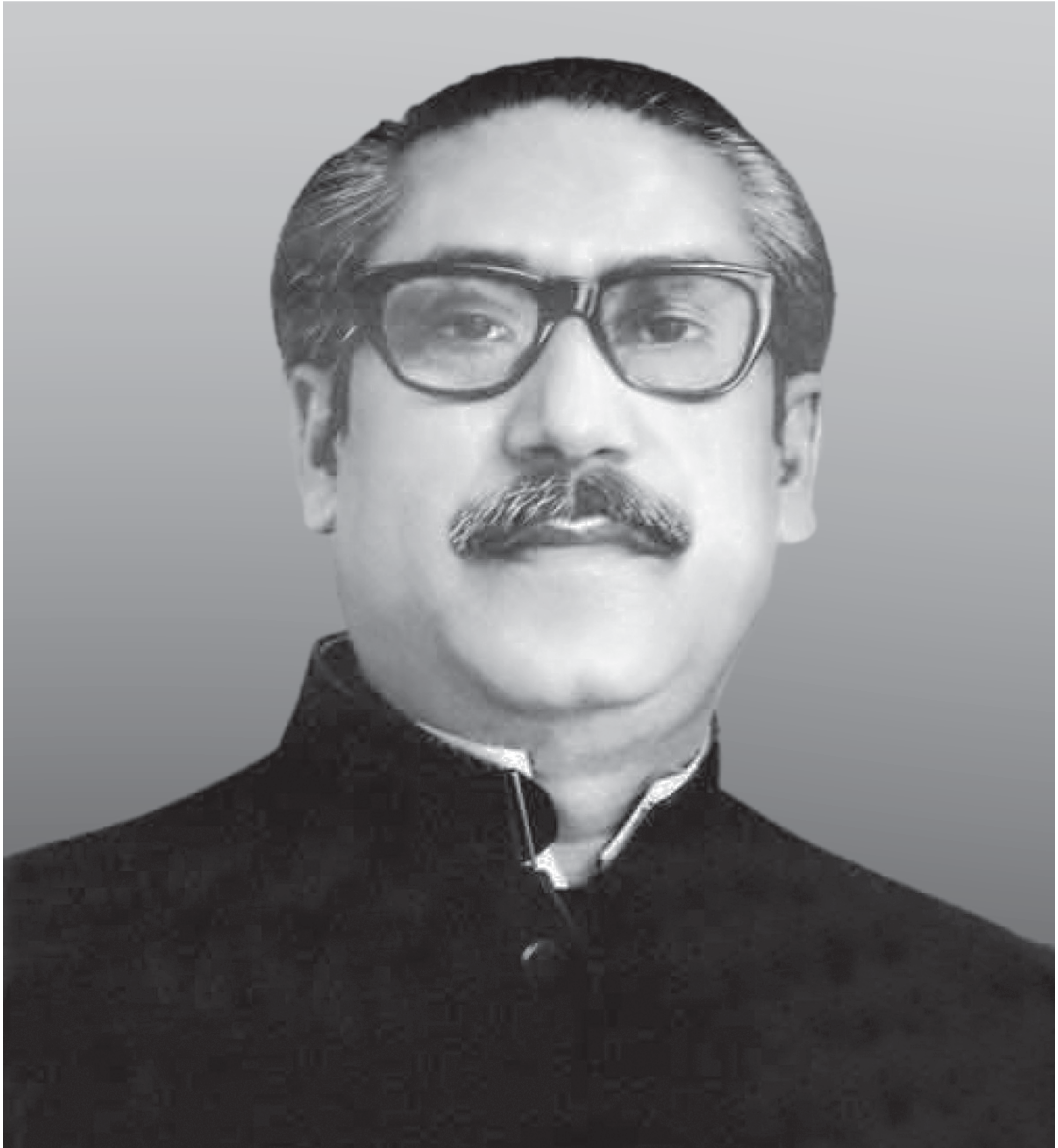

আমি রোগী হয়ে দেখেছি, ঘুরে দেখেছি। আমাদের নার্সিং যেন আমাদের সমাজের জন্য একটি অসম্মানজনক পেশা। আমি বুঝতে পারিনা এ সমাজ কি করে বাঁচবে। একটা মেয়ে দেশের খাতিরে নার্সের কাজ করছে,তার সম্মান হবেনা, আর ভালো কাপড় চোপড় পরে যারা ঘুরে বেড়াবে তার সম্মান হবে অনেক উচ্চে, চেয়ার খানা তাকেই দেয়া হবে। এরও একটা মান থাকতে হবে। আমি ডাক্তার সাহেবদের সাথে পরামর্শ করেছিলাম যে, আপনারা আমাকে একটা প্লান দেন যাতে আই এ পাশ এবং গ্রাজুয়েট মেয়েরা এখানে আসতে পারে।

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

সেবাই ধর্ম

ডিজিএনএম

নার্সিংয়ের মতো একটা সেবামূলক পেশা, যে পেশাটি আমি মনে করি সব থেকে সম্মানজনক একটি পেশা। কারণ একজন অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তার সেবা করা, তার পাশে থেকে তাকে রোগমুক্ত করা- এর থেকে বড় সেবা আর কী হতে পারে।

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

(গাজীপুরে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজের ১ম স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।)

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

সেবাই ধর্ম

ডিজিএনএম

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সকল পর্যায়ে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ও সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। স্বাস্থ্য সেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা। উন্নত বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহে মানসম্মত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং আধুনিক নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষার সম্প্রসারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেক্টরে নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। অধিদপ্তরের সম্পাদিত কর্মকান্ড জনসম্মুখে তুলে ধরতে "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অবস্থা যখন নাজুক সে সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক দিক-নির্দেশনায় আমরা সকল বাঁধা জয় করতে সক্ষম হয়েছি। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী প্রসংশিত হয়েছে। আমাদের নার্স ও মিডওয়াইফগণ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সেবায় নির্ভীক সৈনিক হিসেবে নিজেদের সর্বদা নিয়োজিত রেখেছেন।

এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, মুজিববর্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশে বিশ্বমানের নার্স ও মিডওয়াইফ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের গৃহিত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে । ২০২০-২১ অর্থবছরে নার্সিং ও মিডওয়াইফারিখাতে বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনবল নিয়োগ, নার্স ও মিডওয়াইফদের নানাবিধ প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল করা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবার মান বৃদ্ধি, নতুন নতুন নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা, দক্ষ নার্সিং শিক্ষক পদায়নসহ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে তথা মাতৃ-মৃত্যুহার ও শিশু-মৃত্যুহার কমানোর ক্ষেত্রে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের গৃহিত কার্যক্রমসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১" প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য শুভ কামনা রইলো।

জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

সেবাই ধর্ম

ডিজিএনএম

সিনিয়র সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য তুলে ধরতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সোনার বাংলার রুপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন। জাতির পিতার দেখানো পথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা খাত অনেক এগিয়ে গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ নিরলস ভাবে কাজ করেছে ও বর্তমানেও কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গৃহিত কার্যক্রমের ফলে করোনা মোকাবেলায় সফলতা এসেছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সেবায় আমাদের দেশের নার্স ও মিডওয়াইফগণ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নির্ভীক যোদ্ধা হিসেবে সদা নিয়োজিত থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমেও নার্সগণের ভুমিকা অনস্বীকার্য।

মুজিব বর্ষ এবং আন্তর্জাতিক নার্স ও মিডওয়াইফ বর্ষ উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি খাতে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি খাতে বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনবল নিয়োগ, নার্স ও মিডওয়াইফদের নানাবিধ প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবার মান বৃদ্ধি, অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগবিধি প্রস্তুত, নার্স ও মিডওয়াইফদের নতুন নতুন পদ সৃজনসহ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশের জনগণের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের এই কার্যক্রমসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আগামী দিনে এই অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন।

লোকমান হোসেন মিয়া

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

সেবাই ধর্ম

ডিজিএনএম

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য সেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে এবং সুস্থ ও নিরোগ জাতি গঠনের লক্ষ্যে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্স ও মিডওয়াইফ গড়ে তোলার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের গত এক বছরের সম্পাদিত কার্যাবলী ও অর্জিত সাফল্য জনসমক্ষে তুলে ধরতে "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশের নার্সিং পেশার মানোন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি উচ্চশিক্ষিত নারীদের এ পেশায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালে সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ২য় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদান করে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। বাংলাদেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সহযোগিতায় ২০১৬ সালে পূর্বতন সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে রুপান্তর করা হয়।

বর্তমানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন সারাদেশে সর্বমোট ৬৩টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। নবনির্মিত আরো ৫ টি নার্সিং কলেজ ও ১ টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর অপেক্ষায় আছে। দেশে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে কর্মরত নার্স ও মিডওয়াইফদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করার পাশাপাশি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাবহার, যোগ্য শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও তাঁদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে পদায়ন সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। এছাড়া নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কাঙ্খিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্স এবং মিডওয়াইফগণ অন্যতম ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

"বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১" প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো: আলী নূর

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

সেবাই ধর্ম

ডিজিএনএম

মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশা বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সম্মানীয় ও সেবামূলক পেশা হিসেবে স্বীকৃত। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহে নার্স এবং মিডওয়াইফগণ রোগী ও সেবাগ্রহীতার পাশে সার্বক্ষণিক ভাবে থেকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন। বাংলাদেশে নার্সিং পেশার অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে ও সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশার মানোন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশা ও সেবাকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে তথা জনগণের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে করোনা সংক্রমণ মোকাবেলায় ও কোভিড-১৯ ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সেবায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশে করোনা মোকাবেলায় সাফল্যের অন্যতম অংশীদার আমাদের নার্স ও মিডওয়াইফগণ। কোভিড-১৯ সংক্রমন রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের নার্স ও মিডওয়াইফগণ প্রথম সারির নির্ভিক সৈনিক হিসেবে নিজেদের নিয়োজিত করেন। করোনা ঝুঁকিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করে। সারাদেশে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালসমূহে নার্স পদায়ন করা হয়। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে ৬ হাজার নার্সের পদ সৃজন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী নার্স নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা ছাড়াও ২০২০-২১ অর্থবছরে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অর্জন অনেক। এ বছরে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর, মুজিববর্ষ উপলক্ষে অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর সুবিশাল ও দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল এবং মুজিব কর্ণার স্থাপন, আন্তর্জাতিক নার্স ও মিডওয়াইফ বর্ষ উপলক্ষে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ম্যুরাল স্থাপন, অধিদপ্তরে ডিজিটাল কনফারেন্স রুম ও অডিটোরিয়াম স্থাপন, অধিদপ্তরের কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করাসহ অধিদপ্তর ভবনের নানামুখী অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে এ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। তন্মধ্যে নার্স ও মিডওয়াইফ কর্মকর্তাদের স্বচ্ছ বদলি নীতিমালা প্রণয়ন, বদলি পদ্ধতিতে সচ্ছতা আনয়ন, অধিদপ্তরের যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগবিধি প্রস্তুত, সিনিয়র স্টাফ নার্সদের বহুল

আকাঙ্ক্ষিত সিলেকশন গ্রেড প্রদান, হাসপাতালে ওয়ার্ড ইনচার্জ পরিবর্তন নীতিমালা প্রণয়ন, নার্সিং কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্নকরণ, নব-নিয়োগপ্রাপ্ত নার্সদের নানাবিধ প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন, নার্সিং কর্মকর্তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ, নার্স ও মিডওয়াইফের নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ, বিভিন্ন নীতিমালা প্রস্তুত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গত বছরে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা খাতেও প্রভূত উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুন ৬ টি নার্সিং কলেজ ও ১টি নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, ৫টি সরকারি নার্সিং কলেজে এমএসসি ইন নার্সিং কোর্সের অনুমোদন, দেশের সকল নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক পদায়নের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ, নার্সিং কলেজসমূহের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু, নার্সিং শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ চালুর কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এ বছর নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবার মান বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর হতে টিম গঠনের মাধ্যমে সারা দেশের সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম চালু করা হয়। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি খাতে গবেষণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ অধিদপ্তরে রিসার্চ সেল চালু করা হয়। এছাড়া নার্স ও মিডওয়াইফদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিশেষত, কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর নিবিড় পরিচর্যার জন্য স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৪৮০ জন আইসিইউ নার্স তৈরি করে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে পদায়ন করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর নাগরিক সেবায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। এছাড়া স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিন্তকল্পে শুদ্ধাচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের অর্থ ও বাজেট এবং শৃংখলা শাখার কাজে ব্যাপক গতিশীলতা আসে।

গত এক বছরের এই অর্জন ও সাফল্যসমূহকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হল। প্রতিবেদনটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা।

সিদ্দিকা আক্তার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

উপদেষ্টা

সিদ্দিকা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

সম্পাদনায়

মো: রশিদুল মান্নাফ কবীর
(উপসচিব)
পরিচালক (শিক্ষা ও শৃংখলা), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
মো: নাসির উদ্দিন
(উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
শিরিন আখতার
(উপসচিব)
পরিচালক (অর্থ ও বাজেট), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
মোছা: ফরিদা ইয়াসমিন
নার্সিং অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
শাহিনুর খানম
নার্সিং অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
ড. মো: আব্দুল লতিফ
ডিপিএম, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
রাবেয়া বসরী
মিডওয়াইফারি অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
মো: খায়রুল কবীর
কো-অর্ডিনেটর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
অলোক দাস
নার্সিং অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
মো: আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল
নার্সিং অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
তানিয়া আক্তার
মিডওয়াইফারি অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

প্রকাশনায়

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা
ওয়েবসাইট: www.dgnm.gov.bd

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০২১

ডিজাইন
অলোক দাস, নার্সিং অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
মো: জাকির হোসেন, ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার

মুদ্রণে: পিপলস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৩১/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯৯৯০২৬১৭৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	
অধিদপ্তরের পরিচিতি	১৭-২৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন	২৮-৩৭
তৃতীয় অধ্যায়	
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ও সাফল্য	৩৮-৬২
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	
প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার	৬৩-৭৪
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	
কোভিড-১৯ মহামারীতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	৭৫-৮০
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	
শৃংখলা, অর্থ ও বাজেট এবং অপারেশনাল প্লান	৮১-৮৩
সপ্তম অধ্যায়ঃ	
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ইনোভেশন ও শুদ্ধাচার	৮৪-৯২
অষ্টম অধ্যায়ঃ	
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	৯৩-৯৪

প্রথম অধ্যায়

অধিদপ্তরের পরিচিতি

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পটভূমি

বিশ্বব্যাপী নার্সিং ও মিডওয়াইফারি একটি সমাদৃত এবং মহান পেশা হিসেবে স্বীকৃত যা স্বাস্থ্যসেবার একটি অপরিহার্য্য অংশ। ভারতীয় উপমহাদেশে নার্সিং পেশার যাত্রা ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া হতে শুরু হলেও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সত্তরের দশকে নার্সিং পেশাকে শক্তিশালীকরণ ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেবা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত ইচ্ছায় ও আন্তরিক সহযোগিতায় ১৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে তৎকালীন সেবা পরিদপ্তরকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সেবা পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৭৭ (সাতাত্তর) জন জনবল নিয়ে রাজধানীর মতিঝিলে শুরু হলেও বর্তমানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবল সংখ্যা ৮৭ (সাতাশি) জন। অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার পর এর প্রশাসনিক কার্যক্রম তিন বছরের অধিক সময় শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় অবস্থিত কলেজ অব নার্সিং এর একাডেমিক ভবনে পরিচালিত হয়। জুন ২০২০ হতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম মহাখালী, ঢাকায় অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবনে পরিচালিত হচ্ছে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ভবন

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প: দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি জনবল তৈরি ও পদায়নের মাধ্যমে দেশের তথা জনগনের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান।

অভিলক্ষ্য:

১. স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি বিষয়ক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

২. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা ও কৌশলপত্রসহ অন্যান্য বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ডিজিএনএম ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরাল

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ক. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর সরকারি পর্যায়ে নার্স ও মিডওয়াইফদের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রধান নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সকল দায়িত্ব পালন ।

খ. অধিদপ্তরের অধীন সারাদেশে কর্মরত নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও নন-নার্সিং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুষ্ঠু তদারকি, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ মনিটরিং নিশ্চিতকরণ ।

গ. নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও নন-নার্সিং কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ, পদায়ন, বদলী, অবসর, শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন ।

ঘ. জাতীয় পর্যায়ে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেক্টরের উন্নয়নে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ।

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ঙ. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেক্টরের অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন, বাজেট ব্যবস্থাপনা ও দাপ্তরিক কেনা-কাটা সম্পন্নকরণ।

চ. সরকারি পর্যায়ে সকল নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।

ছ. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর হিসেবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা ও শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, অন্যান্য বিভাগ ও অধিদপ্তর, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে কাজ করা।

জ. অধিদপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অন্যান্য সেবা প্রদান করা।

ছবি: ইউনিসেফ এর ওয়েবপেইজ হতে সংগৃহীত

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

মহাপরিচালক
গ্রেড-৩

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
গ্রেড-৪

পরিচালক (প্রশাসন ও শৃংখলা)
গ্রেড-৪

উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
গ্রেড-৬

উপ-পরিচালক (শৃংখলা)
গ্রেড-৬

উপ-পরিচালক (পিএমআইএস)
গ্রেড-৬

সহকারি পরিচালক (প্রশাসন-১)
গ্রেড-৯

সহকারি পরিচালক (প্রশাসন-২)
গ্রেড-৯

সহকারি পরিচালক (মিডওয়াইফারি)
গ্রেড-৯

সহকারি পরিচালক (শৃংখলা)
গ্রেড-৯

সহকারি পরিচালক (এম আই এস)
গ্রেড-৯

সহকারি পরিচালক (এ সি আর)
গ্রেড-৯

মোট জনবল = ৩২
১. প্রশাসনি কর্মকর্তা
১. পরিসংখ্যানবিদ
২. উচ্চমান সহকারী
১০. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ সীটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
১ সীটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
১. গাড়ীচালক
১. ইলেক্ট্রিশিয়ান
৬. অফিস সহায়ক
৪ নিরাপত্তার প্রহরী
৪ পরিচ্ছন্নতা কর্মী

পরিচালক (শিক্ষা)
গ্রেড-৪

উপ-পরিচালক (শিক্ষা)
গ্রেড-৬

উপ-পরিচালক
(মিডওয়াইফারি সেবা ও শিক্ষা)

সহকারি পরিচালক (শিক্ষা-১)
গ্রেড-৯

সহকারি পরিচালক (শিক্ষা-২)
গ্রেড-৯

সহকারি পরিচালক (সমম্বয়)
গ্রেড-৯

মোট জনবল = ১৭
১. প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২. উচ্চমান সহকারী
৪ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১. সীটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
১. সীটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
১. গাড়ীচালক
১. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
১ ফটোকপি অপারেটর
৫ অফিস সহায়ক

পরিচালক (অর্থ ও বাজেট)
গ্রেড-৪

উপ-পরিচালক (অর্থ ও বাজেট)
গ্রেড-৬

সহকারি পরিচালক (অর্থ-১)
গ্রেড-৯

মোট জনবল = ১৭
১. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
১.হিসাব রক্ষক
২. উচ্চমান সহকারী
৪. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১. সীটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
১. সহকারী হিসবা রক্ষক
১.গাড়ীচালক
১. স্টোর কিপার
১. ক্যাশিয়ার
৪. অফিস সহায়ক

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের জনবলের হিসাব

প্রশাসনিক অফিস (প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয়ও জেলা অফিস)

অফিস	পদের নাম	সংখ্যা	কর্মরত	শূণ্য পদ	মন্তব্য
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের	মহাপরিচালক	০১	০১	০০	
	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	০১	--	০১	
	পরিচালক	০৩	০৩	--	
	উপ পরিচালক	০৬	০৫	০১	
	সহকারী পরিচালক	১০	০৫	০৫	
	নন-নার্সিং কর্মকর্তা-কর্মচারী	৬৬	৪৫	২১	
	মোট	৮৭	৫৯	২৮	
বিভাগীয়	সহকারি পরিচালক (নার্সিং)	০৭	০৩	০৪	
	উচ্চমান সহকারী	০৭	০০	০৭	
	অফিস সহকারী	০৭	০০	০৭	
	মোট	২১	০৩	১৮	
জেলা সিভিল সার্জনের কার্য্যালয়	জেলা পাবলিক হেলথ নার্স	৬৪	৩৩	৩১	
	মোট	৬৪	৩৬	৩১	

হাসপাতাল পর্যায়ে (মেডিকেল কলেজ, স্পেশালাইজড হাসপাতাল, সদর,উপজেলা ও অন্যান্য হাসপাতাল)

পদের নাম	সংখ্যা	কর্মরত	শূণ্য পদ	মন্তব্য
নার্সিং সুপারিন্টেনডেন্ট	৭৭	৪২	৩৫	মেডিকেল কলেজ, স্পেশালাইজড হাসপাতাল
ডেপুটি নার্সিং সুপারিন্টেনডেন্ট	৭২	৩৪	৩৮	মেডিকেল কলেজ, স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও সদর হাসপাতাল
নার্সিং সুপাভাইজার	১১৩৬	৯১৭	২১৯	মেডিকেল কলেজ, স্পেশালাইজড হাসপাতাল, সদর হাসপাতাল ও উপজেলা হাসপাতাল
সিনিয়র স্টাফ নার্স	৩৯৬৮৬	৩১৩৩৩	৮৩৫৩	মেডিকেল কলেজ, স্পেশালাইজড হাসপাতাল, সদর হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতাল
স্টাফ নার্স	২০০০	১৭৯৫	২০৫	
পাবলিক হেলথ নার্স	০৪	০৪	--	
মিডওয়াইফ	২৯৯৬	২৫৪৬	৪৫০	উপজেলা ও ইউনিয়ন সাব-সেন্টার
সহকারী নার্স	৪২৭	৪২৭	০০	পদটি শূন্যতা সাপেক্ষে বিলুপ্ত হবে।
মোট	৪৬৩৯৮	৩৭০৯৮	৯৩০০	

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের জনবলের হিসাব

নার্সিং শিক্ষা (নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও ডিসিইসি)

পদের নাম	সংখ্যা	কর্মরত	শূণ্য পদ	মন্তব্য
পরিচালক	০১	০২	০০	
অধ্যক্ষ	১৬	১১	০৫	
উপাধ্যক্ষ	০৫	০২	০৩	
অধ্যাপক	২৫	০২	২৩	
উপ-পরিচালক	০১	০০	০১	
সহযোগী অধ্যাপক	৩৩	০১	৩২	
সহকারি অধ্যাপক	৫৭	০১	৫৬	
প্রভাষক	১১৭	৪০	৭৭	
প্রভাষক (ইংরেজী ও কম্পিউটার)	০৯	০০	০৯	
কমিউনিটি নার্স স্পেশালিষ্ট	০১	০০	০১	
নার্সিং ইনস্ট্রাক্টর / ইনস্ট্রাক্টর	৩৫৬	৩৪৪	৫২	
ডেমোনেস্ট্রেটর	১২	১২	০০	
নন-নার্সিং অফিস স্টাফ	১৩১৩	৭৯৯	৫১৪	
মোট	১৯৪৬	১২১৪	৭৭৩	

সামগ্রিক জনবল কাঠামোঃ

গ্রেড ভিত্তিক	সংখ্যা	নার্সিং	মিডওয়াইফারি	নন-নার্সিং	মোট
গ্রেড ৩-৯	৪৬৫	১৮০	--	--	১৮০
	১৪	--	--	--	
গ্রেড ১০	৪৩১৯৪	৩৪৩৬৫	--	--	৩৬৯১৮
	২৯৯৬	--	২৫৪৬	--	
	১৪	--	--	০৭	
গ্রেড ১১-১৬	৪২৭	৪২৭			৭২৭
	৪৪৯	--	--	৩০০	
গ্রেড ১৮-২০	৭৪৪	--	--	৫৪৮	৫৪৮
আউট সোর্সিং	৪৮৪৮৭	--	--	০২	০২
মোট	৪৩৬০৩	৩৪৯৭২	২৫৪৬	৮৫৭	৩৮৩৭৫

<u>বছর ভিত্তিক জনবল বৃদ্ধির হারঃ</u>

সিনিয়র স্টাফ নার্সঃ

পদ মঞ্জুরীর সাল	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	পদায়নকৃত সংখ্যা
১৯৯৮ এর পূর্ব পর্যন্ত	১৩৪০০	৯৬৫৬
১৯৯৮সাল	২০০০	২০০০
১৯৯৯সাল	২০০০	১৭৯০
২০০০সাল	০০	২১০
২০০৩সাল	২০০০	১৯৭১
২০১০সাল	০০	১৭৪৭
২০১৩সাল	৪৭০০	৪১০০
২০১৬সাল	১০০০০	৯৫৯৮
২০১৮সাল	০০	৫০৯২
২০২০সাল	৬০০০	৫০৭৫
২০২১সাল	৪০০০	০০
মোট	৪৪১০০	৪১২৩৯

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের জনবলের হিসাব

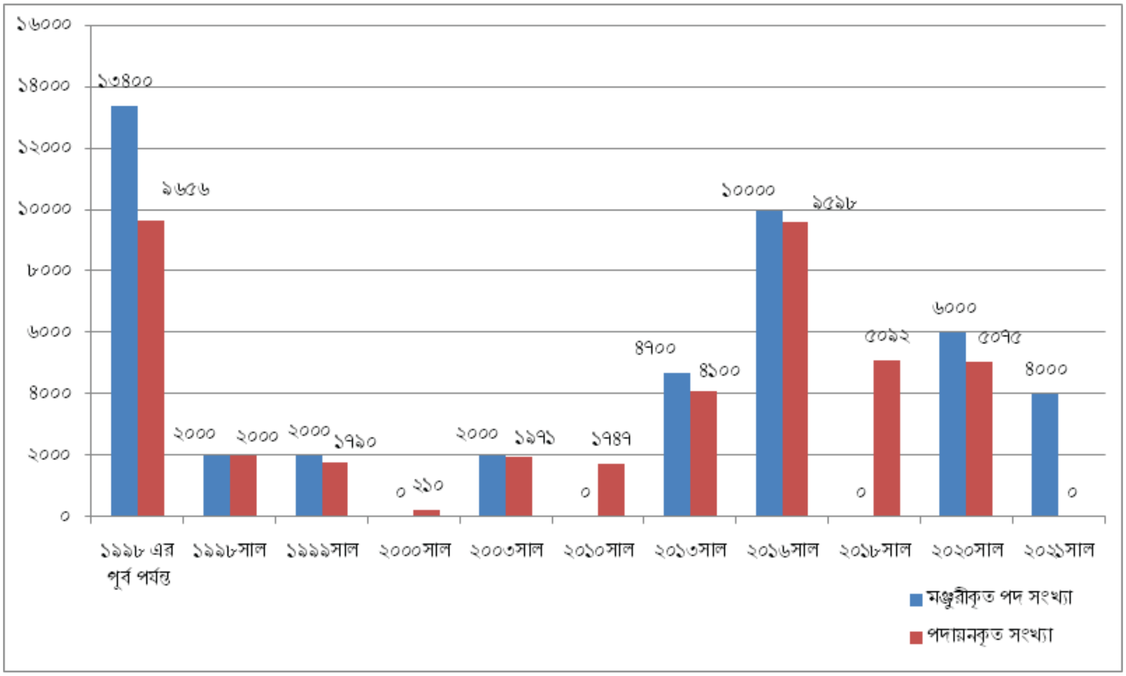

মিডওয়াইফারিঃ

পদ মঞ্জুরীর সাল	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	পদায়নকৃত সংখ্যা
২০১৬সাল	২৯৯৬	--
২০১৮সাল	--	১১৪৯
২০২১সাল	--	১৪০১
মোট	২৯৯৬	২৫৫০

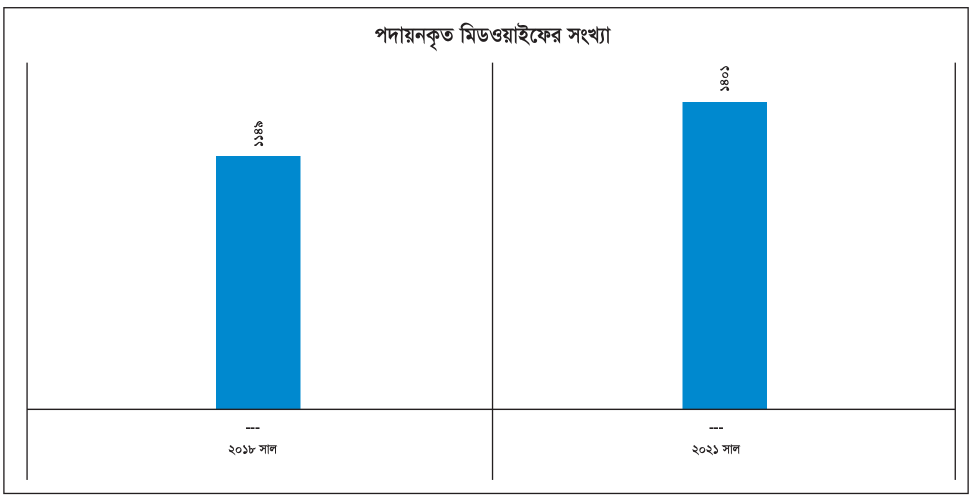

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অবকাঠামো

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর মূলত: দুইটি বিশেষ এরিয়াতে কার্য পরিচালনা করে থাকে: নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা। সাধারণত সেবার কার্যক্রমসমূহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক হয়ে থাকে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। অপর দিকে, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন। এছাড়া, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে পদ থাকলেও এখন পর্যন্ত এ সকল জায়গায় কোন পৃথক অবকাঠামো নেই।

নিয়ানার ভবন

নিয়ানার ভবন উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিম্নে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীনে নিজস্ব অবকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্র: নং	নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সংখ্যা
০১।	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।	প্রধান কার্যালয়	০১ (এক)
০২।	জাতীয় উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নিয়েনার), মুগদা, ঢাকা।	পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০১ (এক)
০৩।	পোস্ট-বেসিক নার্সিং কলেজ, ০৫টি জেলায় (ঢাকা, গাজীপুর, চট্রগ্রাম, বগুড়া ও খুলনা	পোস্ট-বেসিক নার্সিং ও পাবলিক হেলথ নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০৫ (পাঁচ)
০৪।	বেসিক নার্সিং কলেজ (জেলা ও বিভাগীয় শহরে)	বেসিক বিএসসি নার্সিং কলেজ	১৩ (তের)
০৫।	নার্সিং ইনস্টিটিউট (সাধারণত জেলা ও বিভাগীয় শহরে)	ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪৪ (চুয়াল্লিশ)
০৬।	বিভাগীয় কন্টিনিউইং এডুকেশন সেন্টার (ডিসিইসি)- ময়মনসিংহ, রাজশাহী, চট্রগ্রাম ও বরিশাল	বিভাগীয় ট্রেনিং সেন্টার	০৪ (চার)
০৭।	পল্লী নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার (হরিনাকুন্ডু ও গাবতলী, বগুড়া)	নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার	০২ (দুই)

নোট: এছাড়া আরও ০৫ (পাঁচ) টি নার্সিং কলেজের কাজ নির্মানাধীন কিংবা শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ডিজিটাল কনফারেন্স রুমে কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আলী নূর ।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নব-নির্মিত ভবনে ডিজিটাল কনফারেন্স রুম ও ডিজিটাল সুবিধা সহ অডিটোরিয়াম স্থাপন করা হয়েছে। কনফারেন্স রুম ও অডিটোরিয়ামে ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর ও ডিজিটাল ব্যাকড্রপের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ২য় তলায় অধিদপ্তরের নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের জন্য একটি ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ভবনে সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো ভবনে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

- অধিদপ্তরে আগত দর্শনার্থীদের জন্য অভ্যর্থনা কক্ষে আরামদায়ক ভাবে বসার ব্যবস্থা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও টেলিভিশন দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডিজিটাল কনফারেন্স রুমে সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিজিএনএম এর মহা পরিচালক

ডিজিটাল অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিজিএনএম এর মহাপরিচালক মহোদয়

- অধিদপ্তরে আগত দর্শনার্থীদের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশা ও ইতিহাস জানার জন্য উন্মুক্ত পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে ডিজিটালাইজড করার অংশ হিসেবে অফিসে আগত দর্শনার্থীদের জন্য ফ্রি ওয়াইফাই এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- অধিদপ্তর ভবনটির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল কনফারেন্স রুম ও অডিটোরিয়াম

ডে কেয়ার সেন্টার

নামাজ কক্ষ

অভ্যর্থনা কক্ষ

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। বৈশ্বিক করোনা মহামারী স্বত্বেও অধিদপ্তর কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সফল ভাবে সম্পন্ন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

✦ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে ডিজিটাল ডিসপ্লে ক্ষণগণনা ঘড়ি স্থাপন ও ক্ষণ গণনা কার্যক্রম শুরু করা হয়।

✦ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও মুজিব কর্ণার স্থাপন করা হয়।

✦ ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ভবনে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পন, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হতে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন সকল নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা, রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মহাপরিচালক, ডিজিএনএম

মুজিববর্ষ উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

✦ মুজিববর্ষে প্রতিটি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রন্টডেক্স চালু করা হয়। একই ডিজাইনের ব্যানার, এ্যাপ্রোণে মুজিব চিহ্নিত ব্যাজ, মুজিব কর্ণার স্থাপন করা হয়।

✦ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং দেশের সকল নার্সিং শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান সমূহে সঠিক নিয়মে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ভবনে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা, মোনাজাত/প্রার্থনা, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন" শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

✦ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

ডিজিএনএম এর মুজিব কর্ণার পরিদর্শন করছেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সাবেক সচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও ডিজিএনএম এর মহাপরিচালক

✦ শোকাবহ আগস্ট মাসে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি" এর প্রদত্ত ডিজাইন অনুসরণ করে ০১ আগস্ট হতে দৃশ্যমান স্থানে ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন ও কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

✦ মুজিব বর্ষ উপলক্ষে স্মরণিকা "চিরঞ্জীব" প্রকাশ

✦ ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন, আলোচনা সভা, চিত্রাংকন, প্রতিযোগিতা, ছবি আঁকা, রক্তদান কর্মসূচি, দোয়া মাহফিল, মোনাজাত পালনের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে কলেজ অব নার্সিং, শেরে বাংলা নগর ঢাকায় দেয়ালিকা প্রকাশ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে
ডিজিএনএম হতে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে অধিদপ্তর ও সকল নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। দিবসটি উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিধি মেনে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের বঙ্গবন্ধু কর্ণারে দিনব্যাপী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচার করা হয়। দিনটি উপলক্ষে অধিদপ্তরে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এছাড়া সকল নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের উপর ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন

গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১৫ই আগস্ট ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন করেছে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর। ১৫ আগস্ট পত্যুষে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর অধিদপ্তরের সামনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সিদ্দিকা আক্তার, অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। দিনটি উপলক্ষে অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন, দেশের জন্য ত্যাগ, পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্বের বিষয়সমূহ প্রাধান্য পায়।

সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক জনাব সিদ্দিকা আক্তার বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিশপথে ঐক্যবদ্ধ হয় বাঙালি জাতি।

বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী নেতৃত্বে পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গে উজ্জীবিত ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেন বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক, বাঙালীর ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙালি জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

তিনি আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে নরপিশাচরূপী ঘাতকচক্র। এই দিনটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের কালিমা লিপ্ত বেদনাবিধূর শোকের দিন। জাতির পিতাকে হত্যা করে ও বাঙালির কাছ থেকে তাঁকে আলাদা করতে পারেনি ঘাতকরা। বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠায় বঙ্গবন্ধু চির অমলিন।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত এই আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা ও শেখ মুজিব আমার পিতা বইগুলি থেকে বিশেষ আলোচনায় অংশ নেন অধিদপ্তরের নার্সিং কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জীবন ইতিহাস জানার জন্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এই বইগুলি বিতরণ করা হয়। দিনটি উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ডিজিএনএম এর পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পন

জাতীয় শোক দিবসে ডিজিএনএম এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বই বিতরণ করা হয়

সারা দেশে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি, রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, স্বেচ্ছায় রক্তদান ও বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে জাতীয় শোক দিবস-২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সারাদেশের নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন

আন্তর্জাতিক নার্স ও মিডওয়াইফ বর্ষ উদযাপন

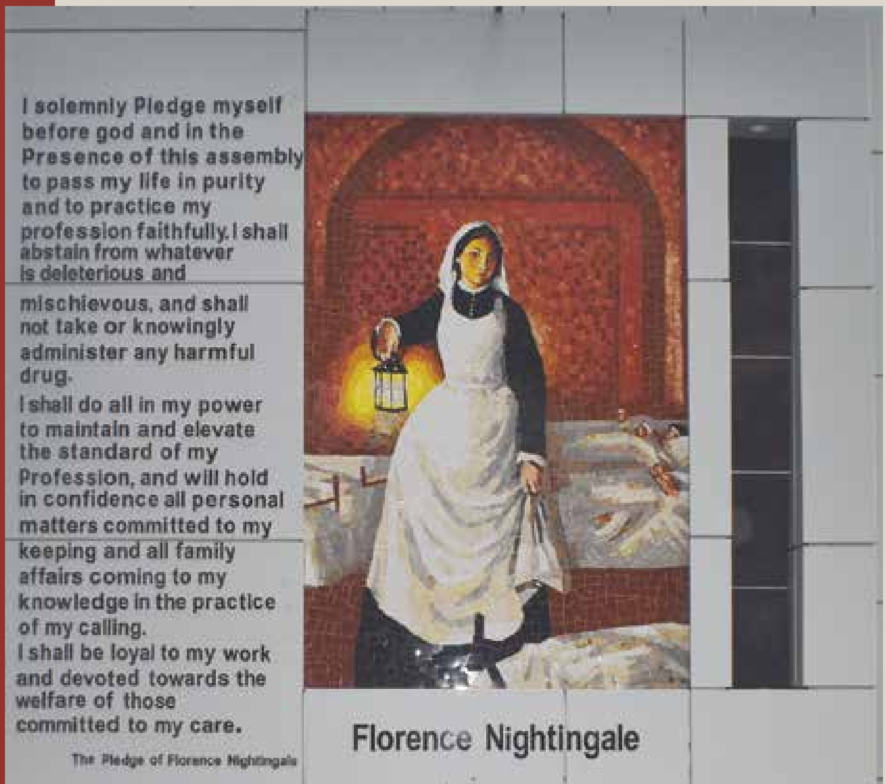

ডিজিএনএম ভবনে স্থাপিত ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর ম্যুরাল

আধুনিক নার্সিং এর প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর ২০০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২০ সালকে আন্তর্জাতিক নার্স ও মিডওয়াইফবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। আন্তর্জাতিক নার্স ও মিডওয়াইফ বর্ষ উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হতে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। কার্যক্রম গুলো হল-

১। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ম্যুরাল স্থাপন

২। ১২ই মে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল-এর ২০০তম জন্মবার্ষিকী পালন

৩। নার্স ও মিডওয়াইফদের ইউনিফর্মে বিশেষ কোটপিন লাগানো নিশ্চিতকরণ

৪। আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস ও আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা আয়োজন

৫। নার্স ও মিডওয়াইফদের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রামাণ্য চিত্র তৈরি

৬। বিশেষ ফোল্ডার, বুকলেট, পোস্টার ও ব্যানার তৈরি ও প্রকাশ

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২১ উদযাপন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১২ মে ২০২১ আন্তর্জাতিক নার্স দিবস করোনা মহামারির কারণে অনাড়ম্বরভাবে উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২১ উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী নার্সগণের আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ দোয়া মাহ্ফিল আয়োজন করা হয়। এছাড়া মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্য বিষয়টি জনগণকে জানানো হয়। বর্তমানে কোভিড -১৯ এর এই মহাদুর্যোগের মধ্যেও আমাদের নার্সগণ নির্ভীক সৈনিকের মত করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় সাহসিকতার সাথে নিজেদের নিয়োজিত রেখে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২১

বিশেষ ক্রোড়পত্র

বিশ্ব মিডওয়াইফ দিবস ২০২১ উদযাপন

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের উদ্যোগে ৫ মে ২০২১বিশ্ব মিডওয়াইফ দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের উদ্যোগেও ইউএনএফপিএ-এর সহায়তায় প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মার্তৃ ও শিশু মৃত্যু কমিয়ে আনার লক্ষ্যে যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, মিডওয়াইফারি কার্যক্রম এর মধ্যে অন্যতম।

আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস

তৃতীয় অধ্যায়
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ও সাফল্য

নব-নিয়োগ প্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের যোগদানপত্র গ্রহণ করছেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়

ছয় হাজার নতুন নার্স নিয়োগ প্রদান

বৈশ্বিক করোনা মহামারী মোকাবেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নির্দেশনায় ও মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্বল্প সময়ের মধ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন ৫০৭৫ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ প্রদান করা হয়। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হতে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে ৬ (ছয়) হাজার সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃজন করা হয় এবং সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশক্রমে নিয়োগ প্রাপ্ত মোট ৫০৭৫ জন নার্সকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সেবায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়োজিত করা হয়।

১৪০১ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৪০১ জন নতুন মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৮৪৩৪ জন নার্স নিয়োগ কার্যক্রম চলমান

এছাড়া ৮৫৩৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স এর নিয়োগ কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের নার্সিং প্রোসেস বুঝিয়ে দিচ্ছেন নার্সিং সুপারভাইজার

নার্সিং সুপারভাইজারের পদায়ন

দেশের সকল হাসপাতাল সমুহে নার্সিং সেবার মান বৃদ্ধির জন্য সিনিয়র স্টাফ নার্সদের মধ্যে থেকে দক্ষতা, সক্ষমতা ও সিনিয়রিটির ভিত্তিতে শুন্য পদে ৩২৮ জন নার্সিং সুপারভাইজার পদায়ন করা হয়েছে। নার্সিং সুপারভাইজারগণ স্ব-স্ব স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নার্স ও মিডওয়াইফদের সুপারভিশন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে যথযথ ভাবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা প্রদান নিশ্চিত করবেন এবং সেবার মান বৃদ্ধিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

মিডওয়াইফারি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ক্লাস সুপারভাইজ করছেন মিডওয়াইফারি শিক্ষক

নতুন নার্স নিয়োগের জন্য পদ সৃজন

উন্নত স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বর্তমান সরকারের উদ্যোগকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। দেশের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান সমূহে নার্স সংকট মোকাবেলায় ও রোগীর যথাযথ সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের জন্য ১০ হাজার নতুন পদ সৃজন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রা-৩ অর্জনে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে আরো ৭৮ হাজার নার্সিং পদ সৃজন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

হাসপাতালে কর্মরত নার্স

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত মিডওয়াইফ

মিডওয়াইফ নিয়োগের জন্য পদ সৃজন

গর্ভবতী মায়ের প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবার জন্য রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফগণ ইউনিয়ন ও উপজেলায় নিয়োজিত আছেন। দেশের সকল অঞ্চলে গর্ভবতী মায়ের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫ হাজার মিডওয়াইফ নিয়োগের জন্য পদ সৃজন করে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কাজ আরো বেগবান করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

এসিআর প্রদান-সংরক্ষণ নীতিমালা

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল নার্সিং কর্মকর্তাদের এসিআর প্রদান, প্রেরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে একটি বিস্তারিত নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী এসিআর প্রদান, প্রেরণ ও সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

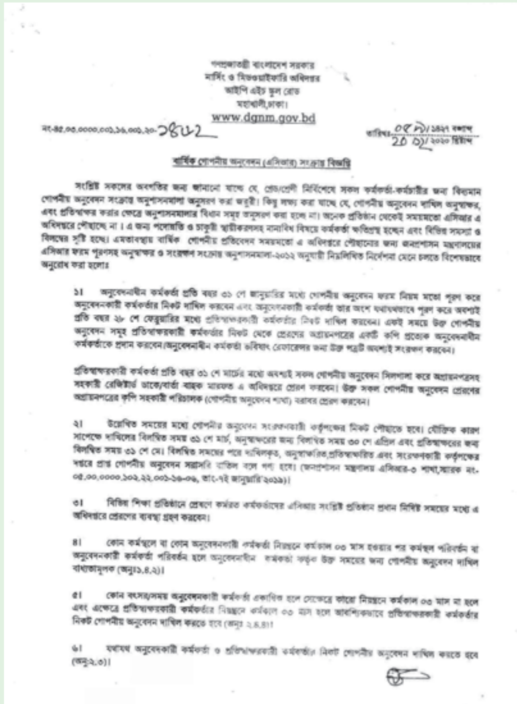

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
আইপি এইচ স্কুল রোড
মহাখালী,ঢাকা।
www.dgnm.gov.bd

নং-৪৫.০৩.০০০০.০০১.১৬.০০১.২০-১৪৮২ তারিখঃ ০৫ মাঘ/১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ২০ ০১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গ্রেড/শ্রেণী নির্বিশেষে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য বিদ্যমান গোপনীয় অনুবেদন সংক্রান্ত অনুশাসনমালা অনুসরণ করা জরুরী। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, গোপনীয় অনুবেদন দাখিল অনুস্বাক্ষর, এবং প্রতিস্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে অনুশাসনমালার বিধান সমূহ অনুসরণ করা হচ্ছে না। অনেক প্রতিষ্ঠান থেকেই সময়মতো এসিআর এ অধিদপ্তরে পৌঁছাচ্ছে না। এ জন্য পদোন্নতি ও চাকুরী স্থায়ীকরণসহ নানাবিধ বিষয়ে কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন এবং বিভিন্ন সমস্যা ও বিলম্বের সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায় বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সময়মতো এ অধিদপ্তরে পৌঁছানোর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এসিআর ফরম পূরণসহ অনুস্বাক্ষর ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত অনুশাসনমালা-২০১২ অনুযায়ী নিম্নলিখিত নির্দেশনা মেনে চলতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলোঃ

১। অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা প্রতি বছর ৩১ শে জানুয়ারির মধ্যে গোপনীয় অনুবেদন ফরম নিয়ম মতো পূরণ করে অনুবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন এবং অনুবেদনকারী কর্মকর্তা তার অংশ যথাযথভাবে পূরণ করে অবশ্যই প্রতি বছর ২৮ শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন। একই সময়ে উক্ত গোপনীয় অনুবেদন সমূহ প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রেরণের অগ্রায়নপত্রের একটি কপি প্রত্যেক অনুবেদনাধীন কর্মকর্তাকে প্রদান করবেন।অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য উক্ত পত্রটি অবশ্যই সংরক্ষণ করবেন।

প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা প্রতি বছর ৩১ শে মার্চের মধ্যে অবশ্যই সকল গোপনীয় অনুবেদন সিলগালা করে অগ্রায়নপত্রসহ সরকারী রেজিস্টার্ড ডাকে/বার্তা বাহক মারফত এ অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। উক্ত সকল গোপনীয় অনুবেদন প্রেরণের অগ্রায়নপত্রের কপি সহকারী পরিচালক (গোপনীয় অনুবেদন শাখা) বরাবর প্রেরণ করবেন।

২। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাতে হবে। যৌক্তিক কারণ সাপেক্ষে দাখিলের বিলম্বিত সময় ৩১ শে মার্চ, অনুস্বাক্ষরের জন্য বিলম্বিত সময় ৩০ শে এপ্রিল এবং প্রতিস্বাক্ষরের জন্য বিলম্বিত সময় ৩১ শে মে। বিলম্বিত সময়ের পরে দাখিলকৃত, অনুস্বাক্ষরিত,প্রতিস্বাক্ষরিত এবং সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষের দপ্তরে প্রাপ্ত গোপনীয় অনুবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এসিআর-৩ শাখা,স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১০২.২২.০০১-১৮-০৬, তাং-৭ই জানুয়ারি'২০১৯)।

৩। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তাদের এসিআর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ অধিদপ্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪। কোন কর্মস্থলে বা কোন অনুবেদনকারী কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রনে কর্মকাল ০৩ মাস হওয়ার পর কর্মস্থল পরিবর্তন বা অনুবেদনকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন হলে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত সময়ের জন্য গোপনীয় অনুবেদন দাখিল বাধ্যতামূলক (অনুঃ১.৪.২)।

৫। কোন বৎসর/সময় অনুবেদনকারী কর্মকর্তা একাধিক হলে সেক্ষেত্রে কারো নিয়ন্ত্রনে কর্মকাল ০৩ মাস না হলে এবং এক্ষেত্রে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রনে কর্মকাল ০৩ মাস হলে আবশ্যিকভাবে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট গোপনীয় অনুবেদন দাখিল করতে হবে (অনুঃ ২.৫.৪)।

৬। যথাযথ অনুবেদনকারী কর্মকর্তা ও প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট গোপনীয় অনুবেদন দাখিল করতে হবে (অনুঃ২.৩)।

ওয়ার্ড পরিবর্তন নীতিমালা

নার্সিং সেবার কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন ও নার্সদের বিভিন্ন ধরণের রোগীর সেবায় সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সিনিয়র স্টাফ নার্স/স্টাফ নার্স/নার্স/সহকারী নার্সদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর ওয়ার্ড পরিবর্তন করে কাজে নিযুক্ত করার জন্য একটি নীতিমালা চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে।

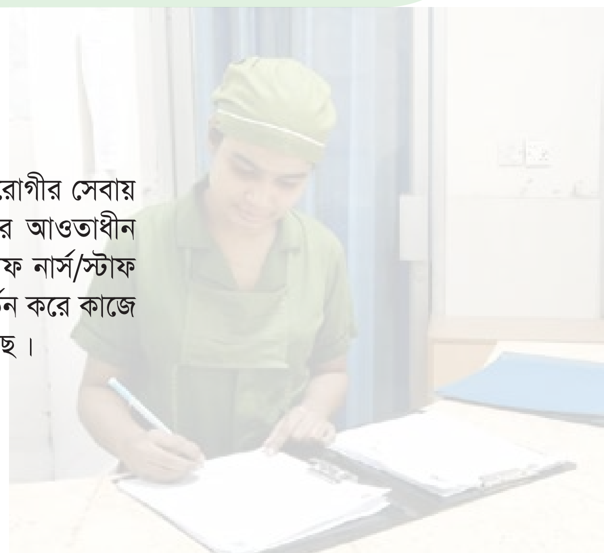

নার্সিং কর্মকর্তাদের বহুল আকাংখিত দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্পন্ন সিলেকশন গ্রেড প্রদান

নার্সিং কর্মকর্তাদের বহুল আকাংখিত এবং ১৯৯৯ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্পন্ন সিলেকশন গ্রেড প্রদানের জন্য তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বছরে মোট ৩১৭৬ জন নার্সিং কর্মকর্তার সিলেকশন গ্রেড প্রদান মঞ্জুরী প্রদান পত্র জারি করা হয়েছে।

ওয়ার্ড ইনচার্জের পদায়ন নীতিমালা জারি

নার্সিং সেক্টরে গতিশীলতা আনয়ন ও নার্সদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নার্সদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দেশের সকল ধরণের সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমুহে ওয়ার্ড ইনচার্জ পদায়ন নীতিমালা প্রস্তুতপূর্বক জারি করা হয়েছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী নার্সিং কর্মকর্তাদের দুই বছর অন্তর ওয়ার্ড ইনচার্জের দায়িত্ব পরিবর্তন করা হয়। যারা ইতোপূর্বে দায়িত্ব পালন করেননি তাঁদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দায়িত্ব অর্পণ করার নির্দেশ দেয়া হয়।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
কলেজ অব নার্সিং (একাডেমিক ভবন)
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.dgnm.gov.bd

নং-৪৫.০৩.০০০০.০০১.১১.০০১.১৯-　　　　তারিখঃ ১৬/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়ঃ স্টাফ নার্স/সিনিয়র স্টাফ নার্স ও নার্সিং সংশ্লিষ্টদের ওয়ার্ড ইনচার্জের দায়িত্ব পালন।

সূত্রঃ (ক) ডিজিএনএম/শা-৫/৪টি-১৪/২০০১/৩০২৭; তারিখঃ১৩/০৬/২০১৭ খ্রিঃ
(খ) ডিএনএস/শা-১(ক)/৯৯/১৪১১, তারিখঃ১৫/০২/১৯৯৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে সুত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীনে সারা দেশের সকল ধরণের সরকারি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহে কর্মরত স্টাফ নার্স/সিনিয়র স্টাফ নার্স/নার্সিং সুপারভাইজার ও অন্যান্য নার্সিং কর্মকর্তাদের প্রতি ০২ (দুই) বছর অন্তর ওয়ার্ড ইনচার্জের দায়িত্ব পরিবর্তন করে যারা ইতিপূর্বে দায়িত্ব পালন করেননি তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত দায়িত্ব অর্পণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন হাসপাতালে এ নিয়ম সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছেনা। এমনকি কোন কোন নার্স দুই এর অধিক বছর ধরে ওয়ার্ড ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করছেন যা আদৌ কাম্য নয়। এ অবস্থার পরিবর্তন পূর্বক নার্সিং সেক্টরে গতিশীলতা আনয়ন ও নার্সদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, যোগ্যতা,কর্মক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ/প্রজ্ঞাপন সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপ নির্দেশনা জারী করা হলোঃ

(ক) ওয়ার্ড ইনচার্জের মেয়াদ ০২(দুই) বছর পূর্ণ হলে আবশ্যিকভাবে তাঁকে এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিতে হবে।
(খ) এক ওয়ার্ডের দায়িত্ব পরিবর্তন করে অন্য ওয়ার্ডের দায়িত্ব দেয়া যাবে না।
(গ) ওয়ার্ড ইনচার্জের দায়িত্ব প্রদানকালে সিনিয়রিটি প্রাধান্য দিতে হবে এবং সিনিয়র নার্স থাকা কালে কোন জুনিয়র নার্সকে দায়িত্ব দেয়া যাবে না।
(ঘ) কর্মরত সকল নার্স পর্যায়ক্রমে ওয়ার্ড ইনচার্জের দায়িত্ব পালন না করা পর্যন্ত ইতোপূর্বে দায়িত্ব পালন করা কোন নার্সকে পুনঃদায়িত্ব দেয়া যাবে না।
(ঙ) চরম শারীরিক অসুস্থতা, শারীরিকভাবে হাঁটা চলায় অক্ষম, স্মৃতিশক্তি লোপ এবং বিভিন্ন জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত যার ফলে তাঁর পক্ষে ওয়ার্ড ইনচার্জের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করা সম্ভব নহে মর্মে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট বিবেচিত হলে তাঁকে ওয়ার্ড ইনচার্জের দায়িত্ব দেয়া যাবে না।
(চ) কারো বিরুদ্ধে ফৌজদারী বা বিভাগীয় মামলা চলমান থাকলে তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাকে ওয়ার্ড ইনচার্জের দায়িত্ব দেয়া যাবে না।
(ছ) একই হাসপাতালে ০২ (দুই) মেয়াদের বেশী ওয়ার্ড ইনচার্জের দায়িত্ব দেয়া যাবে না।
(জ) কোন ওয়ার্ড ইনচার্জের মেয়াদ ০২ (দুই) বছর পূর্ণ হবার ০২ (দুই) সপ্তাহ পূর্বে লিখিতভাবে স্থানীয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ/নার্সিং সুপার ভাইজার/নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট এর নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর/পরিবর্তনের জন্য আবেদন করবেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্তির পর দায়িত্ব পরিবর্তন না করলে তিনি ওয়ার্ড ইনচার্জের দায়িত্ব হতে আপনা-আপনিই অব্যাহতিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।
(ঝ) প্রতি বছর শেষে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড ইনচার্জের তালিকা ডিজিএনএম এ প্রেরণ করতে হবে।

২। বর্ণিত শর্তসমূহের যথাযথ প্রতিপালন করে দেশের সকল সরকারি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহে ওয়ার্ড ইনচার্জের দায়িত্ব বন্টন করতে হবে। কোন স্টাফ নার্স/সিনিয়র স্টাফ নার্স দায়িত্ব হস্তান্তরে অনীহা প্রকাশ করলে বা ০২ (দুই) বছর মেয়াদের বেশী দায়িত্বে থাকলে তিনি শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন যা "অসদাচরণ" হিসাবে গণ্য করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গৃহিত হবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাঃ
সিদ্দিকা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক

হাসপাতালে নার্সদের নন নার্সিং কাজে সম্পৃক্ত না করতে নির্দেশনা প্রদান

হাসপাতালসমূহে কর্মরত নার্সগণকে নার্সিং সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত নন-নার্সিং কাজে সম্পৃক্ত না করতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

স্বচ্ছ বদলি নীতিমালা (সংশোধিত) প্রকাশ

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন কর্মরত ১০ম গ্রেডের সকল নার্সের জন্য একটি স্বচ্ছ বদলি নীতিমালা (সংশোধিত) প্রস্তুতপূর্বক প্রকাশ করা হয়েছে। এ নীতিমালা অনুসরণ করে নার্সগণকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে বদলি করা হবে। একক ও মিউচুয়াল বদলির জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন করতে হবে। উক্ত নীতিমালা প্রণয়নের ফলে ১০ম গ্রেডের নার্সগণের বদলি সংক্রান্ত হয়রানি কমবে এবং একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বদলি কার্যক্রম সম্পাদন সম্ভব হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
(নার্সিং সেবা-১ শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১৭২.১৯.০২৭.১০(অংশ-১)-686

তারিখঃ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ১৪ ডিসেম্বর ২০২০

প্রজ্ঞাপন

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন ১০ম গ্রেডভুক্ত নার্সদের বদলি নীতিমালা

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীনে দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ও অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১০ম গ্রেডভুক্ত নার্সদের বিভিন্ন সমস্যার কারণে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে এবং জনস্বার্থে বদলি প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলোঃ

১. বদলির জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেয়া নির্ধারিত (একক/পারস্পরিক) আবেদন ফরম কম্পিউটারে টাইপ করে আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি/সুপারিশসহ সরাসরি অধিদপ্তরে জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে জমা দিয়ে একটি সিরিয়াল নম্বর নিতে হবে। অধিদপ্তর একক আবেদনগুলি বিধি মোতাবেক ৩০ এপ্রিলের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে।

২. স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলতে আবেদনকারী স্থায়ীভাবে/ প্রেষণে/ সংযুক্তিতে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নার্সিং সুপারভাইজার/ সেবা বা উপ সেবা তত্ত্বাবধায়ক/উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/তত্ত্বাবধায়ক/পরিচালক বা সংশ্লিষ্ট পদস্থ কর্মকর্তাকে বুঝাবে। তবে হাসপাতাল/স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে সেবা তত্ত্বাবধায়ক থাকলে উপ সেবা তত্ত্বাবধায়ক কিংবা নার্সিং সুপারভাইজারগণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে অনুমতি/সুপারিশ করতে পারবেন না।

৩. সাধারণত প্রার্থীর প্রথম সরকারি চাকুরিতে যোগদান হলে পদায়িত কর্মস্থলে ০২ (দুই) বছর চাকুরি পূর্ণ হবার পর এককভাবে এবং ০৬ (ছয়) মাস পূর্ণ হবার পর পারস্পরিক বদলির আবেদন করতে পারবেন। তবে সরকার ঘোষিত দুর্গম এলাকা, হাওর, দ্বীপ, চরাঞ্চল, পার্বত্য জেলা এলাকায় নিয়োগপ্রাপ্ত/কর্মরত সিনিয়র স্টাফ নার্স/স্টাফ নার্স/ মিডওয়াইফদের চাকুরি ০৬ (ছয়) মাস পূর্ণ হবার পর পারস্পারিক ও একক বদলির আবেদন করতে পারবেন।

৪. প্রার্থীগণ মাতৃত্বকালীন/শিক্ষাকালীন/শ্রান্তি বিনোদন ছুটিতে থাকাকালীন একক/পারস্পরিক বদলির আবেদন করতে পারবেন না।

৫. পারস্পরিক বদলির আবেদন বছরের যে কোন সময় উভয় প্রার্থীর উপস্থিতিতে করা যাবে। একজন প্রার্থী একাধিক প্রার্থীর সাথে আবেদন করলে তার বিরুদ্ধে অসদাচরণজনিত শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বিভাগীয় ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

৬৮ জন নার্সিং কর্মকর্তাকে প্রথম শ্রেণিতে পদন্নোতি প্রদান

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন কর্মরত ৬৮ জন ১০ম গ্রেডের নার্সিং কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক ১ম শ্রেণির বিভিন্ন পদে পদায়ন করা হয়েছে। ১ম শ্রেণির অন্যান্য শুন্য পদে পদোন্নতি প্রদান কার্যক্রম চলমান।

বিভাগীয় সহকারী পরিচালকের অফিসে কম্পিউটার সামগ্রী প্রদান

বিভাগীয় সহকারী পরিচালকের অফিসে কম্পিউটার সামগ্রী প্রদান

বিভাগীয় পর্যায়ে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল বিভাগীয় সহকারী পরিচালক (নার্সিং)-এর অফিসে কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে

নিজস্ব ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নিজস্ব ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে একসাথে সর্বোচ্চ ৫০০জন সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই ভার্চুয়াল প্লাটফরমের মাধ্যমে করোনাকালীন দুর্যোগসহ অন্যান্য যে কোনো সময় ঘরে কিংবা নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে থেকেই আন্তঃ বিভাগীয় সভায় অংশগ্রহণ সম্ভব।

ডিজিএনএম এর ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আয়োজিত সভা

নব নিয়োগপ্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের বেতন ভাতা প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা জারি

নব নিয়োগপ্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের বেতন ভাতা দ্রুত প্রাপ্তির লক্ষ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হতে অনলাইনে বেতন নির্ধারণ ও বেতন-ভাতা প্রদানের নির্দেশনা জারি করা হয়। এ নির্দেশনার মাধ্যমে নব-নিয়োগ প্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সগণের বেতন-ভাতা যথাসময়ে উত্তোলনে প্রক্রিয়া সহজিকরণ করা হয়।

নব নিয়োগপ্রাপ্ত নার্সদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে নির্দেশনা জারি

কোভিড দুর্যোগ মোকাবেলায় নিয়োগকৃত ৫০৭৫ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় পূর্বক নির্দেশনা জারি করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
আইপিএইচ স্কুল রোড
মহাখালী,ঢাকা-১২১২ ।
www.dgnm.gov.bd

নং-৪৫.০৩.০০০০.০০১.৯০.০০১.২০-৫৩৬

তারিখ : ৩০/০৩/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৪/০৭/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ নব যোগদানকৃত সিনিয়র স্টাফ নার্সগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

সূত্র : (ক) ৪৫.০০.০০০০.১৭২.১১.০০৮.১৭(অংশ-১)-১৩৮ তারিখ : ০৫ মে ২০২০ খ্রিঃ
(খ) ৪৫.০০.০০০০.১৭২.১১.০২০.১৯-১৪৩ তারিখ : ১০ মে ২০২০ খ্রিঃ
(গ) ৪৫.০৩.০০০০.০০১.৯০.০০১.২০-৫৩২ তারিখ :০৯ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকসমূহের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, করোনা পরিস্থিতির কারণে জরুরি ভিত্তিতে পিএসসির সুপারিশের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গত মে/২০২০ মাসে সারা দেশে বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ৫০৭৫ (৫০৫৪+২১) জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ পূর্বক পদায়ন করা হয়। এ সকল নিয়োগ প্রাপ্ত নার্সগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে বিধি মোতাবেক নির্দেশনা জারি করা প্রয়োজন।

২। এমতাবস্থায় নব নিয়োগপ্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৪|০৭|2020

মোহাম্মদ আবদুল হাই, পিএএ
(উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন,শিক্ষা,প্রশিক্ষণ)
ই-মেইল-info@dgnm.gov.bd

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা।

নব নিয়োগপ্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের পুলিশ ভেরিফিকেশন সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি

কোভিড দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি ভাবে নিয়োগকৃত ৫০৭৫ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সের পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হতে সিনিয়র স্টাফ নার্সদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে নির্দেশনা জারি করা হয় ।

চাকরি স্থায়ীকরণ

দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও উপজেলার স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৯৮৫ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত যোগদানকৃত নার্সিং সুপারভাইজার/সিনিয়র স্টাফ নার্স/স্টাফ নার্স/সহকারী নার্সদের সরকারি চাকরি নিয়মিতকরণ/স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। ২০১৬ সালে যোগদানকৃত সিনিয়র ষ্টাফ নার্সগণের চাকরি স্থায়ীকরণের কার্যক্রম চলমান আছে ।

মিডওয়াইফ পরিচালিত ইউনিট পরিদর্শন

মিডওয়াইফ কর্তৃক স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মানসম্মত সেবা প্রদান তথা টেঁকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সারা দেশে ৬৮টি মিডওয়াইফ পরিচালিত ইউনিট চালু করা হয়েছে। মিডওয়াইফ পরিচালিত ইউনিট সমূহে যথাযথ ভাবে সেবা প্রদান নিশ্চিত করণের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক হেলথ নার্সগণের মাধ্যমে মনিটরিং এবং মেন্টরিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে ।

মিডওয়াইফ পরিচালিত ইউনিট

জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে "নাইটিংগেল এপ্রোচ" প্রজেক্ট উদ্বোধন

জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ইনোভেশন কর্ম পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর উদ্ভাবনী আইডিয়া রোগীর সেবায় "নাইটিংগেল এপ্রোচ" পাইলট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন কার্যক্রম গত ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হলো- ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের সেবার মডেল অনুসরণ করে হাসপাতালে রোগীর সর্বোত্তম নার্সিং সেবা নিশ্চিতকল্পে মডেল ওয়ার্ড স্থাপন করা।

"নাইটিংগেল এপ্রোচ" প্রজেক্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

নব-নিয়োগপ্রাপ্ত নার্সদের যোগদান পত্র গ্রহণ

নার্সিংও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে নব-নিয়োগ প্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের যোগদান পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। যোগদান পত্র গ্রহণ সংক্রান্ত আদেশ অত্র অধিদপ্তর হতে জারি করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
আইপিএইচ স্কুল রোড
মহাখালী, ঢাকা।-১২১২
www.dgnm.gov.bd

স্মারক নং-৪৫.০৩.০০০০.০০১.১৯.০০১.২০-১০৯৩

তারিখ- ২৭/৭/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০২/১১/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ নবনিয়োগপ্রাপ্ত নার্সদের প্রজ্ঞাপনে নামের বানান/তথ্যাদি সংশোধন।

সূত্রঃ ১।৮০.০০.০০০০.৩০১ ((গোপণীয়).১১.২২২৪.১৮(অংশ-১)-৫১ তারিখ-৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ
২। ৪৫.০০.০০০০.১৭২.১১.০২০.১৯-১৪০ তারিখ-০৭/০৫/২০২০খ্রিঃ
৩।৪৫.০০.০০০০.১৭২.১১.০২০.১৯-১৪৩ তারিখ-১০/০৫/২০২০ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে,করোনা ভাইরাস (covid-19) জনিত ঝুঁকির কারণে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ৫০৫৪ জন সিনিয়র ষ্টাফ নার্সগণের মধ্যে যাদের নামের বানান প্রজ্ঞাপনে মুদ্রাক্ষর জনিত কারণে ভুল হয়, তাঁদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এস,এস,সি সনদ ও জাতীয় পরিচয় পত্রের আলোকে যাচাই অন্তে নিম্নবর্ণিত সিনিয়র স্টাফ নার্সগণের তথ্যাদি সংশোধন করা হলো।

ক্র:নং	আবেদনকারীর তথ্যাবলী	যা সংশোধন করা হলো	মন্তব্য
১.	নামঃ সেলিনা ইসমাইল পিতাঃ মোঃ ইসমাইল রেজিঃ ৩০০১৯৯ পদায়নকৃত কর্মস্থলঃ ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার	সেলিনা ইসমাঈল	আবেদনপত্র, এনআইডি, নার্সিং ও এসএসসি সনদের আলোকে
২.	নামঃ তুলি ভক্তাচার্জি পিতাঃ কৃষ্ণ বন্ধু ভট্টাচার্য রেজিঃ ০০১৫৮৯ পদায়নকৃত কর্মস্থলঃ ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার	তুলি ভট্টাচার্য	আবেদনপত্র,এনআইডি, নার্সিং ও এসএসসি সনদের আলোকে
৩.	নামঃ মোসা: রহিমা খাতুন পিতাঃ মোঃ এনামুল হক রেজিঃ ০০২১২৬ পদায়নকৃত কর্মস্থলঃ ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার	মোছা: রহিমা খাতুন	আবেদনপত্র, এনআইডি, নার্সিং ও এসএসসি সনদের আলোকে
৪.	নামঃ মোছাঃ সুলতানা খাতুন পিতাঃ সাহেদ আলী রেজিঃ ০১১৮৯৭ পদায়নকৃত কর্মস্থলঃ ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার	মোসাঃ সুলতানা খাতুন	আবেদনপত্র, এনআইডি, নার্সিং ও এসএসসি সনদের আলোকে
৫.	নামঃ জয়নব বেগম পিতাঃ ফজল করিম রেজিঃ ০০৮০৭২ পদায়নকৃত কর্মস্থলঃ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কক্সবাজার সংযুক্তঃ ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতাল, কক্সবাজার	জয়নাব বেগম	আবেদনপত্র, এনআইডি, নার্সিং ও এসএসসি সনদের আলোকে
৬.	নামঃ সাইমুন সুলতানা পিতাঃ মো: আবুল কালাম	সায়মুন সুলতানা	আবেদনপত্র, এনআইডি, নার্সিং ও এসএসসি সনদের আলোকে

নামের বানান সংশোধন

নার্সিংও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে নব-নিয়োগ প্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের আবেদনের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নামের ভুল বানান সংশোধন করা হয়েছে।